সমকাল

তারিখ ... 15 MAR 2015
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫

ফল প্রকাশ আজ

প্রাথমিকে বৃত্তি পাচ্ছে ৫৪ হাজার ৪১২ শিক্ষার্থী

■ সমকাল প্রতিবেদক

আজ রোববার প্রাথমিক বৃত্তির ফল প্রকাশ করা হচ্ছে। গত নভেম্বরে অনুষ্ঠিত ২০১৪ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে আজ এ ফল ঘোষণা করা হবে। দুপুর সাড়ে ১২টায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের দায়িত্বশীল সূত্র থেকে জানা গেছে, এ বছর মোট ৫৫ হাজার বৃত্তির মধ্যে ৫৪ হাজার ৪৮১ জন শিক্ষার্থী বৃত্তির জন্য মনোনীত হয়েছে। এর মধ্যে ট্যালেন্টপুলে ২১ হাজার ৯৮৩ জন এবং সাধারণ কোটায় ৩২ হাজার ৪৯৮ শিক্ষার্থী রয়েছে।

এদিকে, আজ প্রাথমিক বৃত্তির ফল প্রকাশ হলেও জুনিয়র বৃত্তির ফল কবে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে তা এখনও নির্ধারণ হয়নি। শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নীতিমালা ঠিক করে দেওয়া হলেই জুনিয়র বৃত্তির ফল প্রকাশ হবে। ঢাকা বোর্ডের শীর্ষ একজন কর্মকর্তা বলেছেন, আগামী এপ্রিলের শেষ অথবা মে মাসের প্রথম দিকে জুনিয়র বৃত্তির ফল প্রকাশ করা হতে পারে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, আজ দুপুরে মন্ত্রণালয়ে সংবাদ সম্মেলনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

প্রাথমিকে বৃত্তি

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার বৃত্তির ফল প্রকাশ করবেন। মন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনের পরই বৃত্তিপ্রাপ্তদের তালিকা জানা যাবে। মোবাইলে মেসেজ ছাড়াও ইন্টারনেটের মাধ্যমে বৃত্তির ফল জানা যাবে। এ ক্ষেত্রে মোবাইল ফোনে বৃত্তির ফল জানতে DPE লিখে স্পেস দিয়ে থানা কোড লিখে স্পেস দিয়ে রোল নম্বর লিখে স্পেস দিয়ে পাসের বছর লিখে ১৬২২২ নম্বরে পাঠাতে হবে। ফিরতি এসএমএসেই ফল পাওয়া যাবে।

এর আগে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের আলাদা পরীক্ষা নিয়ে বৃত্তি দেওয়া হলেও ২০০৯ সাল থেকে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। ২০০৯ সাল থেকে বৃত্তির জন্য আলাদা পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে না। সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, বিপুলসংখ্যক পরীক্ষার্থীর (প্রায় ৩০ লাখ) তুলনায় প্রাথমিক সমাপনীতে বৃত্তির পরিমাণ (মাত্র ৫৫ হাজার) অনেক কম।

২০১৪ শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক সমাপনীর ফল গত ৩০ ডিসেম্বর প্রকাশ করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রাথমিকে ২৬ লাখ ৮৩ হাজার ৭৮১ পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছে। এর মধ্যে পাস করেছে ২৬ লাখ ২৮ হাজার ৮৩ জন। মোট জিপিএ ৫ পেয়েছে ২ লাখ ২৪ হাজার ৪১১ জন।

২০১১ সালের আগে প্রাথমিকে মেধা ও সাধারণ কোটা মিলিয়ে মোট ৫০ হাজার বৃত্তি দেওয়া হতো। এর মধ্যে মেধাবৃত্তি ছিল ২০ হাজার ও সাধারণ কোটায় ৩০ হাজার। ২০১১ সালে বৃত্তির সংখ্যা ১০ শতাংশ বাড়িয়ে ৫৫ হাজারে উন্নীত করা হয়। এরপর প্রতি বছরই সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়তে থাকলেও বৃত্তির পরিমাণ আর বাড়েনি।

মেধা বৃত্তিপ্রাপ্ত একজন শিক্ষার্থী প্রতি মাসে সরকারের কাছ থেকে ২০০ টাকা করে বছরে দুই হাজার ৪০০ টাকা ও সাধারণ কোটায় প্রতি মাসে ১৫০ টাকা করে বছরে এক হাজার ৮০০ টাকা পেয়ে থাকে। তিন বছর পর্যন্ত এ সুবিধা তারা পায়। এ ছাড়া তিন বছর পর্যন্ত বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রত্যেকে প্রতি বছর এককালীন ১৫০ টাকা করেও পেয়ে থাকে।